চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০৩ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

বৃক্ষ রোপনের আলোচনায় সভায় মেয়র

জলবায়ু'র নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বেশি বেশি বৃক্ষ রোপন করতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, সৃষ্টি জগতে অপরুপ সৌন্দর্য্য লীলার মধ্যে বৃক্ষ অন্যতম, গাছপালা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই। মানুষ না থাকলে বৃক্ষের কোন অসুবিধা হতো না। কিন্তু বৃক্ষ না থাকলে এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত, বৃক্ষ যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি কারক। তেমনি আবার পরিবেশ সংরক্ষণেরও সজীব প্রতীক। বৃক্ষ মানুষের পরম বন্ধু। অথচ মানুষের অপরিণামদর্শিতার কারণে সুজলা সুফলা এই পৃথিবী প্রতিদিন বৃক্ষশুন্য হচ্ছে। ফলে জীবন ধারণের নিয়ামক অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাস পাচ্ছে প্রবলভাবে। তাই অধিকহারে বৃক্ষরোপনের জন্য গণসচেতনা সৃষ্টি করতে হবে। মানবজাতির প্রাণের অস্তিত্ব ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের কোন বিকল্প নেই। আমাদের ভর্বিষৎ প্রজন্মকে সুন্দরভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে নিজ নিজ উদ্যোগে প্রত্যেক সচেতন নাগরিককে বৃক্ষরোপন কাজে এগিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিতে হতে হবে বৃক্ষপ্রেমিক। তিনি বলেন, দিন দিন সারা বিশ্বে পরিবেশ দুষন ও জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে দাবিত হচ্ছে। এরি মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোর মধ্যে একটি। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে নানাবিধ ক্ষতির সঙ্গে বাড়ছে প্রাকৃতিক দূর্যোগ। বাংলাদেশকে ষড়ঋতুর দেশ বলা হলেও এখন তিনটি ঋতু দৃশ্যমান। জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবে ঋতুর বিশৃংখল আচরণ প্রকৃতিকে এলোমেলো করে দিচ্ছে। এর থেকে পরিত্রান পেতে হলে আমাদের বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। আজ মঙ্গলবার সকালে নগরীতে জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদ প্রাঙ্গনে পরিবেশ উন্নয়ন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এ্যাড ভিশন বাংলাদেশের উদ্যোগে গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

এ্যাড ভিশনের সভাপতি শেখ নওশের সরোয়ার পিন্টুর সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন-সংরক্ষিত কাউন্সিলর তসলিমা নুর জাহান, ড. মাসুম চৌধুরী, জসিম উদ্দিন চৌধুরী, মো. কামাল উদ্দিন, স.ম জিয়াউর রহমান প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন যে, খেজুর গাছ অনেকটা বিলুপ্তির পথে। সে কারণে নতুন প্রজন্মকে খেজুর গাছের রসস্বাধন ও সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে খেজুর গাছের চারা রোপন করা হবে। তিনি বলেন, যে কোন উন্নয়নের আগে পরিবেশকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা প্রাকৃতিক পরিবেশকে উপক্ষো করে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার পরিমান ক্রমশ: বাড়ছে। মানুষের সতেচনতা, কমিউনিটি উদ্যোগ এবং সরকারের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী অব্যাহত থাকলে ২০৩০সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। তিনি বাড়ির আঙ্গিনা, ছাদ, বিভিন্ন সড়কের আশপাশ ও অফিস আদালতের যেখানে পরিত্যক্ত খালি জায়গা আছে সেখানেই গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, শহর এলাকায় অনেকের ইচ্ছা থাকলেও জায়গার অভাবে গাছ লাগাতে পারেন না। মেয়র নগরীর সৌন্দর্য বাড়াতে সবুজায়ন ও বসবাসের উপযোগি করে গড়ে তুলতে বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছ লাগানোর জন্য নগরবাসির প্রতি আহ্বান জানান। পরে মেয়র দামপাড়া জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদের সামনে রাস্তার মিড আইল্যান্ডে খেজুর গাছের চারা রোপন করে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

সরাইপাড়া সিটি কর্পোরেশন কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভায় মেয়র

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীদের সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সু-সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। শিক্ষক সমাজকে অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে না পারলে প্রকৃত শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে। তিনি চসিক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে

সঠিকভাবে পরিচালনা করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদকে অগ্রণী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। আজ মঙ্গলবার সকালে টাইগারপাসস্থ নগর ভবনের মেয়র দপ্তরে সরাইপাড়া সিটি কর্পোরেশন কলেজের গভর্নিং বডির সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ আহ্বান জানান।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কাউন্সিলর আলহাজ্ব মো. নুরুল আমিন, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য মো. আবু রাশেদ প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, সারা দেশের মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিদিষ্ট কর্মকাণ্ডের বাইরে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন হাসপাতাল নিজস্ব অর্থে পরিচালনা করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে চসিককে বছরে প্রায় ৫০ কোটি টাকার ভূর্তুকি দিতে হয়। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার মান-উন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

চসিকে'র বিদায়ী কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী যে প্রতিষ্ঠানেই কাজ করেন, তারা অবসরে গেলেও প্রতিষ্ঠান তাদেরকে আজীবন স্মরণ করবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন একটি সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান, সেবাকে প্রধান্য দিয়ে কাজ করতে হয়। কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিষয়টি সঠিকভাবে গুরুত্ব দিতে না পারলে সেবা গ্রহিতাদের বিরাগভাজন হতে হয়। এমনকি তারা চাকুরী থেকে অবসরে গেলে, মানুষ তাদের ভালভাবে মূল্যায়ন করে না। এ কারণে কর্মক্ষেত্রে থাকাকালিন সময়ে নিষ্ঠা এবং সৌহার্দ্য মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। আজ মঙ্গলবার বাটালিহিলস্থ চসিক অস্থায়ী নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে চসিকের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
চসিক সচিব ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খালেদ মাহমুদের সভাপতিত্বে ও নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় সংবর্ধিত কর্মকর্তাদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো.কামরুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী সাদরুল হক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী তসলিমা ইসলাম ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মো. রাশেদুল ইসলাম। এতে আরো বক্তব্য রাখেন মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাসেম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু ছালেহ, মুনিরুল হুদা, আকবর আলী, ঝুলন কুমার দাশ, বিপ্লব দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম,আবু সিদ্দিক, সিবিএ'র সভাপতি ফরিদ আহমদ প্রমুখ।
মেয়র আরো বলেন, চট্টগ্রাম নগরী বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। এই নগরীকে সুন্দর করে সাজানোর দায়িত্ব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে চসিকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজ করতে হবে। তিনি বিদায়ী কর্মকর্তাদের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং অবসর জীবনে পরিবার নিয়ে সুখে সাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করতে পারে তার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরাবারে দোয়া প্রার্থনা করেন।

জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ বাস্তবায়নের লক্ষে এ্যাডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ উপলক্ষে আগামী ৭ থেকে ১২ জানুয়ারী চলবে। এই কার্যক্রমের উপর এক এ্যাডভোকেসীসভা আজ সকালে চসিক জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রানা, বিভাগীয় কো-অডিনেটর (ডঐঙ) ডাঃ ইমংপ্রু চৌধুরী, হেলথ অফিসার ইউনিসেফ ডাঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সার্ভিল্যান্স এন্ড ইম্যুনাইজেশন অফিসার ডাঃ মোঃ সরওয়ার আলম, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট ইউনিসেফ ডাঃ প্রসূন রায়। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তোব্য রাখেন জোনাল মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডাঃ মোঃ হাসান মুরাদ চৌধুরী, ডাঃ সুমন তালুকদার, ডাঃ আকিল মাহমুদ নাফে, ডাঃ জুয়েলম হাজন প্রমুখ। এবং মূল কর্মসূচী সর্ম্পকে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন জোনাল মেডিকেল অফিসার ডাঃ তপন কুমার চক্রবর্ত্তী ।
সভাপতির বক্তব্যে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, আগামী ৭ থেকে ১২ জানুয়ারী নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে প্রায় ৫ লক্ষের অধিক ছাত্র-ছাত্রী এবং স্কুল বর্হিভুত শিশুদেরকে কৃমি নাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হবে। কৃমি নাশক ট্যাবলেট না খাওয়ালে ৫-১৬ বছর বয়সী শিশুর অপুষ্টিতে এবং শারীরিক ও মানসিক রোগে ভূগে। তাই দেশে বছরে ২বার কৃমি নাশক ঔষধ সেবনকার্যক্রম পরিচালিত হয়। তিনি বিগত সময়ের ন্যায় উক্ত জাতীয় কৃমি নাশক ক্যাম্পেইন সফল ভাবে বাস্তবায়নে সকল জোনাল মেডিকেল অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানান ।

চসিক এলাকায় ইপিআই কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে ইপিআই মাইক্রো প্ল্যানিং প্রস্তুত করার নিমিত্তে বার্ষিক"কর্ম পরিকল্পনা সভা"অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চলমান রুটিন টিকা দান কর্মসূচী জোরদার করার লক্ষ্যে ২০২৩ মাইক্রো প্ল্যানিং প্রস্তুত করার নিমিত্তে সকল জোনাল মেডিকেল অফিসার, ইপিআই টেশনিশিয়ান, এনজিও প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে এক কর্ম পরিকল্পনা সভা আজ দুপুরে চসিক জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রানা, বিভাগীয় কো-অডিনেটর (ডঐঙ) ডাঃ ইমংপ্রু চৌধুরী, হেলথ অফিসার ইউনিসেফ ডাঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট ইউনিসেফ ডাঃ প্রসূন রায়। আরো বক্তোব্য রাখেন জোনাল মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডাঃ তপন কুমার চক্রবর্ত্তী, ডাঃ মোঃ হাসান মুরাদ চৌধুরী, ডাঃ সুমন তালুকদার, ডাঃ আকিল মাহমুদ নাফে, ডাঃ জুয়েল মহাজন। কর্মসূচী সর্ম্পকে তথ্য উপস্থাপন করেন সার্ভিল্যান্স এন্ড ইম্যুনাইজেশন অফিসার ডাঃ মোঃ সরওয়ার আলম। সভাপতির বক্তেব্য প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সকল সরকারী, বে-সরকারী সংস্থার সহযেগিতায় এই ইপিআই কার্যক্রম গুলো নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ০৭টি ইপিআই জোনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। ইপিআই সদর দপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী এই টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিগত বছর গুলোতে আমাদের যে অর্জন তা যে কোন মূল্যে ধরে রাখতে হবে। তিনি শতভাগ টিকাদান কর্মসূচী অর্জন করার লক্ষ্যে একটা সুন্দর ও সুষ্ঠ বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, প্রতি ঘরে ঘরে ও মহল্লায় গিয়ে গিয়ে বাদ পড়া শিশুদের খুজে বের করে টিকা প্রদানের আওতায় আনতে হবে। এই বিষয়ে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জোনাল মেডিকেল আহ্বান জানান।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

খাল ভরাট করে নির্মাণ কাজ করায়
বিএসআরএম কে ৫০ হাজার জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী নগরীর নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় নির্মাণ কাজের মাটি খালে পেলে খাল ভরাট করে পানি চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপরাধে বিএসআরএম প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩